E . Learning
Moule -4
**Name : Subhash Chandra Mondal.**
Designation : Asst. Professor.(Dept. of History)

**বিষয় : প্রবন্ধ রচনা করো : নেতাজি ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান ।**

**অথবা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান ।**

নেতাজি ও আজাদ হিন্দ বাহিনী:

**ভূমিকা :**

ভারতের স্বধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি নেতাজি নামেই অধিক পরিচিত, এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ভাস্বর হয়ে আছেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন একজন আপোসহীন সৈনিক।

রাজনৈতিক জীবন :

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারি ওড়িশার কটকে নেতাজি জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। বি.এ.পাশ করার পর তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও চাকরিতে যোগ না দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি প্রথমে কংগ্রেসের যোগদান করেন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রধান সহকারীতে পরিণত হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি হরিপুরাকংগ্রেসে সভাপতি নির্বচিত হন। পরের বছর তিনি ত্রিপুরি কংগ্রেসে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হলেও গান্ধিজির অসহযোগিতায় সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। এরপর তিনি সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দল গঠন করেন (৩রা মে, ১৯৩৯ খ্রি.)

নেতাজির গৃহত্যাগ : ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২রা জুলাই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'ভারতরক্ষা আইনে' গ্রেপ্তার করে কারাদন্ডে দন্ডিত করে। কারাগারে তিনি অনশন শুরু করলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা উদ্বেগজনক হয়ে উঠলে সুভাষকে সরকার তাঁর নিজ গৃহে অন্তরীণ করে রাখে। নিজ গৃহে অন্তরীণ থাকাকালীন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি তিনি অন্তর্ধান করেন। তিনি ওই দিন গভীর রাতে মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে গৃত্যাহ করে পুলিশের চোখ এড়িয়ে মোটরযোগে গোমো স্টেশনে আসেন। সেখান থেকে ট্রেনে করে পেশোয়ারে আসেন। সেখান থেকে হেঁটে ভারতীয় সীমানা পেরিয়ে কাবুলে পৌঁছোন। কাবুল থেকে রাশিয়ার মস্কোয় যান। সেখানে রাশিয়ার সাহায্য চাইলেও তা না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তিনি বিমানযোগে বার্লিন এসে পৌঁছান (২৮ শে মার্চ, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে)।

জার্মানিতে নেতাজি :

জার্মানিতে তিনি হিটালারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। মুসোলিনির সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নাম্বিয়ার নামে একজন ভারতীয়র পরিচালনায় ও জার্মান সরকারের সহযোগিতায় 'আজাদ হিন্দুস্থান' বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বেতারকেন্দ্র থেকে নেতাজি নিয়মিতভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচার করতেন। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি ৪০০ বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে 'স্বাধীন ভারতীয় লিজিয়ন' (Free India Legion) নামে একটি সৈনদল গঠন করেন। এদিকে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করলে নেতাজি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি উপলব্ধি করলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে হলে জাপানি সহযোগিতা গ্রহণ অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও কার্যকরী।

**আজাদ হিন্দ ফৌজ :**

এই সময়ে ভারতের বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপান থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে টোকিও ও ব্যাংককে দুটি সম্মেলন করেন। ব্যাংককের সম্মেলনে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (Indian Independence League) গঠন করা হয় (১৫ জুন, ১৯৪২ খ্রিঃ)। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজ (Indian National Army বা I.N.A) প্রতিষ্টা করা হয়। ক্যাপ্টেন মোহন সিং হন এর প্রধানসেনাপতি। প্রায় ৪০ হাজার

ভারতীয় সেনা এই বাহিনীতে যোগ দেন। ব্যাংকক সম্মেলনেই সুভাষকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

**আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব গ্রহণ :**

বিভিন্ন কারণে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। একদিকে জাপানের অনাগ্রহ, অন্যদিকে মোহন সিংহ ও রাসবিহারী বসুর মধ্যে বিরোধ আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করল। এমতাবস্থায় নেতাজি জার্মানির সাহায্যে ডুবোজাহাজে আবিদ হাসানকে সঙ্গী করে বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে ৯৭ দিন পর জাপানে পৌঁছোন (১৩ ই মে, ১৯৪৩ খ্রি.)। জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সন্তোষজনক আলোচনা করে তিনি ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরে পৌঁছোন। সেখানে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব তাঁর হাতে দেওয়া হয়। জনতা তাঁকে 'নেতাজি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ৫ই জুলাই তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করে তাদের আহ্বান জানান 'দিল্লি চলো' ধ্বনি তোলেন 'জয় হিন্দ'।

**আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগঠন :**

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে আগস্ট নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করে সৈন্যদলকে সংগঠিত করতে আত্মনিয়োগ করেন। সৈনসংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০ হাজার করা হয় যার মধ্যে ২০ হাজার ছিল স্থায়ী সৈন্য। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে কয়েকটি বিগ্রেডে ভাগ করেন যেমন— গান্ধি ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড, সুভাষ ব্রিগেড, নারী সৈন্যদের নিয়ে ঝাঁসির রানি ব্রিগেড এবং বালক-বালিকাদের নিয়ে বাল-সেনাদল।

আজাদ হিন্দ সরকার :

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে নেতাজি আজাদ হিন্দ সরকার নামে একটি অস্থায়ী স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। অস্থায়ী সরকার গঠনের পর ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে সুভাষচন্দ্র আহ্বান জানালেন, 'তোমরা আমায় রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। শীঘ্রই জাপান, জার্মানি, ইতালিসহ ৯টি দেশ এই সরকারকে স্বীকৃতি জানাল। ২৩ শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করল। জাপান তার সহযোগিতার নিদর্শনরূপ ৬ই নভেম্বর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে প্রত্যার্পণ করল। নেতাজি এই দুটি দ্বীপের নতুন নামকরণ করেন 'শহীদ দ্বীপ' ও 'স্বরাজ দ্বীপ' (৩১ শে ডিসেম্বর)।

ইম্ফল অভিযান :

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নেতাজি রেঙ্গুনে তাঁর বাহিনীর প্রধান সামরিক কার্যালয় স্থাপন করেন। এরপর আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধাভিযান শুরু হয়। প্রথমে তারা ভারত সীমান্তের মউডক ঘাঁটিটি ব্রিটিশদের কাছে থেকে দখল করে নেন। এরপর আজাদ হিন্দ বাহিনী মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অধিকার করে (মার্চ ১৯৪৪ খ্রি.)। কোহিমা অবরুদ্ধ হল ৮ই এপ্রিলে। এভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতীয় এলাকার ১৫০ মাইল এলাকা নিজেদের অধিকারে আনে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ ও নেতাজির মৃত্যু:

কিন্তু এর পর জাপান ব্রহ্মদেশ থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এছাড়া বর্ষা এসে যাওয়ায় খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। নেতাজি ব্রহ্মদেশ থেকে ব্যাঙ্ককে চলে আসেন। সেখান থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে সাইগনে আসেন। খবরে প্রকাশিত হয় যে, সাইগন থেকে তিনি একটি জাপানি বিমানে এক অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে রওয়না দিলে তাইহোকু বিমানবন্দরে ওই বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান (১৮ আগস্ট, ১৯৪৫ খ্রি.)। যদিও এবিষয় নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তাঁর মৃত্য আজও রহস্যাবৃত।